

আল-মসিহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৯

(১)তিনি তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এখানে এমন কয়েকজন আছে, যাদের কাছে আল্লাহর রাজ্য মহাশক্তিতে দেখা না দেয়া পর্যন্ত তারা মরবে না।”

(২)ছদিন পর হযরত ইসা আ. কেবল হযরত সাফওয়ান রা., হযরত ইয়াকুব রা. ও হযরত ইউহোনা রা.কে সাথে নিয়ে একটি উঁচু পাহাড়ে গেলেন (৩)এবং তাদের সামনে রূপান্তরিত হলেন। তাঁর কাপড়-চোপড় এমন চোখ বলসানো সাদা হলো যে, দুনিয়ার কোনো মানুষের পক্ষে তেমন করে কাপড় ধুয়ে উজ্জল করা সম্ভব নয়। (৪)সেখানে তাদের সামনে হযরত ইলিয়াস আ. ও হযরত মুসা আ. আবির্ভূত হলেন। তারা হযরত ইসা আ. এর সাথে কথা বলছিলেন।

(৫)তখন হযরত সাফওয়ান রা. হযরত ইসা আ.কে বললেন, “হুজুর, ভালোই হয়েছে যে, আমরা এখানে আছি। আমরা এখানে তিনটি কুঁড়েঘর তৈরি করি- একটি আপনার, একটি হযরত মুসা আ. এর ও একটি হযরত ইলিয়াস আ. এর জন্য।” (৬)তারা খুব ভয় পেয়েছিলেন, সেজন্য কি যে বলা উচিত, তিনি তা বুঝলেন না।

(৭)এ-সময় একখন্ড সাদা মেঘ এসে তাদের ঢেকে ফেললো; আর সেই মেঘ থেকে একথা শোনা গেলো, “এ-ই আমার একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, তোমরা তার কথা শোনো।” (৮)তখনই তারা চারদিকে তাকালেন কিন্তু হযরত ইসা আ. ছাড়া আর কাউকেই তাদের সাথে দেখতে পেলেন না।

(৯)তিনি পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় তাদের হুকুম দিলেন, ইবনুল-ইনসান মৃত থেকে জীবিত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তারা যা দেখেছেন তা যেনো কাউকেই না বলেন।

(১০)সুতরাং তারা বিষয়টি নিজেদের মধ্যে রাখলেন; আর মৃত থেকে জীবিত হয়ে ওঠার অর্থ কী, তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন।

(১১)অতঃপর তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “আলিমরা কেনো বলেন, প্রথমেই হযরত ইলিয়াস আ. আসবেন?” (১২)তিনি তাদের বললেন, “প্রথমে হযরত ইলিয়াস আ. এসে সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। তবে ইবনুল-ইনসানের বিষয়ে কেমন করেই-বা লেখা আছে যে, তাঁকে খুব কষ্টভোগ করতে হবে এবং লোকে তাঁকে অগ্রাহ্য করবে? (১৩)কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, হযরত ইলিয়াস আ. এর বিষয়ে যেভাবে লেখা আছে, সেভাবেই তিনি এসেছিলেন এবং তারা তার প্রতি যা ইচ্ছা তাই করেছে।”

(১৪)অতঃপর তারা অন্য হাওয়ারিদের কাছে ফিরে এসে দেখলেন, তাদের চারপাশে অনেক লোক জড়ো হয়েছে এবং কয়েকজন আলিম তাদের সাথে তর্ক করছেন।

(১৫)সমগ্র জনতা তাঁকে দেখার সাথে সাথে সশ্রদ্ধ ভয়ে ভীত হলো এবং তারা দৌড়ে গিয়ে তাঁকে সালাম জানালো। (১৬)তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা ওদের সাথে কী নিয়ে তর্ক করছো?”

(১৭)ভিড়ের মধ্য থেকে একজন উত্তর দিলো, “হুজুর, আমার ছেলেকে আপনার কাছে এনেছিলাম। তাকে ভূতে পেয়েছে। সে তাকে কথা বলতে দেয় না। (১৮)এবং সে যখনই তাকে ধরে, তখনই আছাড় দিয়ে

মাটিতে ফেলে দেয়। তার মুখ থেকে ফেনা বের হয় আর সে দাঁতে দাঁত ঘষে এবং শক্ত হয়ে যায়। আমি আপনার হাওয়ারিদেরকে বললাম তাকে ছাড়িয়ে দিতে কিন্তু তারা যথেষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন নন।”

(১৯)জবাবে তিনি তাদের বললেন, “অবিশ্বাসীরা দল! আর কতোদিন আমি তোমাদের সাথে থাকবো? আর কতোদিন তোমাদের সহ্য করবো? তাকে আমার কাছে আনো।” (২০)তারা ছেলেটিকে তাঁর কাছে আনলেন। তাঁকে দেখেই সেই ভূত ছেলেটিকে খুব জোরে মুচড়ে ধরলো। ছেলেটি মুখ থেকে ফেনা বের করতে করতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

(২১)হযরত ইসা আ. তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কতোদিন হলো এর এরকম হয়েছে?” (২২)সে বললো, “ছোটবেলা থেকেই। এই ভূত তাকে ধ্বংস করার জন্য প্রায়ই আগুন আর পানিতে ফেলে দেয়। তবে আপনি যদি কোনো কিছু করতে পারেন, তাহলে দয়া করে আমাদের উপকার করুন।” (২৩)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “যদি করতে পারেন! যে বিশ্বাস করে তার জন্য সবকিছুই করা সম্ভব।” (২৪)তখনই ছেলেটির পিতা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললো, “আমি ইমান এনেছি; আমার অবিশ্বাস দূর করুন।”

(২৫)অনেক লোক দৌঁড়ে আসছে দেখে হযরত ইসা আ. নোংরা-ভূতকে ধমক দিয়ে বললেন, “কালো ও বোবা-ভূত, আমি তোমাকে হুকুম দিচ্ছি, এর ভেতর থেকে বেরিয়ে যাও এবং আর কখনো এর মধ্যে ঢুকবে না।”

(২৬)তখন সেই ভূত চিৎকার করে ছেলেটিকে জোরে মুচড়ে ধরলো এবং তার ভেতর থেকে বেরিয়ে গেলো। তাতে ছেলেটি মরার মতো পড়ে রইলো দেখে অনেকে বললো, “সে মারা গেছে।” (২৭)কিন্তু হযরত ইসা আ. তাকে হাত ধরে তুললেন আর তাতে সে উঠে দাঁড়ালো।

(২৮)যখন তিনি একটি ঘরের ভেতরে গেলেন, তখন তাঁর হাওয়ারিরা গোপনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “আমরা ভূতকে ছাড়াতে পারলাম না কেনো?” (২৯)তিনি তাদের বললেন, “মোনা জাত ছাড়া আর কোনোভাবেই এরকম ভূত ছাড়ানো যায় না।”

(৩০)তারা সেই জায়গা ছেড়ে গালিলের মধ্য দিয়ে চলে গেলেন। তিনি চেয়েছিলেন যেনো কেউ তা জানতে না পারে। (৩১)কারণ তিনি তাঁর হাওয়ারিদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি তাদের বলছিলেন, “ইবনুল-ইনসানকে মানুষের হাতে তুলে দেয়া হবে। তারা তাঁকে মেরে ফেলবে এবং তিন দিন পর তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।” (৩২)কিন্তু তারা একথার অর্থ বুঝতে পারলেন না এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করতেও ভয় পেলেন।

(৩৩)অতঃপর তারা কফরনাহুমে এলেন। তিনি ঘরের ভেতর গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা পথে কী নিয়ে তর্ক করছিলে?” (৩৪)তারা চুপ করে রইলেন; কারণ কে সবচেয়ে বড়ো তা নিয়ে তারা পথে তর্ক করছিলেন। (৩৫)তিনি বসলেন এবং সেই বারোজনকে ডেকে বললেন, “কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই সকলের শেষে থাকতে হবে এবং সকলের সেবাকারী হতে হবে।”

(৩৬)তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাদের মধ্যে দাঁড় করালেন। তারপর তাকে কোলে নিয়ে তাদের বললেন, (৩৭)“যে কেউ আমার নামে এর মতো কোনো শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে কেবল আমাকে গ্রহণ করে না কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকেই গ্রহণ করে।”

(৩৮)হযরত ইউহোন্না রা. তাঁকে বললেন, “হুজুর, আমরা একজনকে আপনার নামে ভূত ছাড়াতে দেখে তাকে নিষেধ করেছি, কারণ সে আমাদের অনুসরণ করছিলো না।” (৩৯)কিন্তু হযরত ইসা আ. বললেন, “তাকে নিষেধ করো না।

কারণ আমার নামে আশ্চর্য কাজ করার পরে কেউ ফিরে আমার নিন্দা করতে পারে না। (৪০)যে আমাদের বিপক্ষে থাকে না, সে তো আমাদের পক্ষে। (৪১)তোমরা মসিহের লোক বলে যে কেউ তোমাদের এক গ্লাস পানি পান করতে দেয়, আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সে কোনো মতে তার পুরস্কার হারাবে না। (৪২)কেউ যদি আমার ওপর বিশ্বাসী এই ছোটোদের মধ্যে কারো পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে নিজের গলায় নিজে পাথর বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়াই বরং তার জন্য ভালো।

(৪৩,৪৪)তোমার হাত যদি তোমার বাধার কারণ হয়, তাহলে তা কেটে ফেলে দাও। দু’হাত নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং নুলা হয়ে বেহেশ্তে ঢোকা তোমার পক্ষে উত্তম। সেই জাহান্নামের আগুন কখনো নেভে না।

(৪৫,৪৬)তোমার পা যদি তোমার বাধার কারণ হয়, তাহলে তা কেটে ফেলে দাও। দু’পা নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং খোঁড়া হয়ে বেহেশ্তে ঢোকা তোমার পক্ষে উত্তম।

(৪৭)তোমার চোখ যদি তোমার বাধার কারণ হয়, তাহলে তা তুলে ফেলো। দু’চোখ নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং এক চোখ নিয়ে আল্লাহর রাজ্যে ঢোকা তোমার পক্ষে উত্তম। (৪৮)সেই জাহান্নামের পোকা কখনো মরে না আর সেখানকার আগুন কখনো নেভে না। (৪৯)লবণ দেবার মতো প্রত্যেকের ওপর আগুন দেয়া হবে।

(৫০)লবণ ভালো জিনিস কিন্তু যদি লবণের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা কেমন করে আবার নোনতা করবে? তোমাদের হৃদয়ের মাঝে লবণ রাখো এবং তোমরা একজন অন্যজনের সাথে শান্তিতে থাকো।”